সংবাদ
তারিখ 20 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

হরতালে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আগামীকাল শনিবার এইচএসসি পরীক্ষার দিন আবারও প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ হরতাল আহ্বান করায় অসন্তোষ প্রকাশ

ক্ষুব্ধ : (পৃ: ১১ ক: ২)

ক্ষুব্ধ : অভিভাবকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। তারা মনে করেন, সদ্য শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে হরতাল আহ্বান করায় পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি তাদের পরীক্ষা গ্রহণ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। হরতালের কারণে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে ভাটা পড়ছে বলে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, ফলে অনেক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম বাচ্চু হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ গত বুধবার হরতাল আহ্বান করে। ওইদিনের হরতালের কারণে এইচএসসির বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। এছাড়াও স্থগিত হয়ে যায় মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডে সেদিনের অন্যান্য পরীক্ষা। সেদিনের হরতাল নগরবাসী কিছুটা মেনে নিলেও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনাকে ইস্যু করে আবারও হরতাল বা অন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে কি না তা ভাবিয়ে তোলে পরীক্ষার্থীদের। কিন্তু একদিন পার না হতেই তাদের সেই উৎকণ্ঠাকে আরও বাড়িয়ে দেয় শনিবারের হরতাল ঘোষণা।

কাল শনিবার ঢাকা বোর্ডে সব বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু আবারও হরতাল আহ্বান করায় এ নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের। উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষা বারবার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা যেন অসহায় হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা চলাকালে এভাবে হরতাল ডাকা আর কতদিন পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকে থামিয়ে দেবে সে আতঙ্কে দিন কাটছে পরীক্ষার্থীদের।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী এম. ওসমান ফারুক এইচএসসিসহ চলমান অন্যান্য পরীক্ষা অব্যাহত রাখতে শনিবারের হরতাল প্রত্যাহার করার জন্য বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যখন সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এবং সারাদেশে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঠিক সে সময়ে বিরোধীদল হরতাল আহ্বান করায় ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে বিপদে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।